কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমানবন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং- ১২.২০.০০০০.০০৪.২৩.০২.২৫-২৭৫৯ তারিখঃ৩০/০৭/২০২৫ খ্রি:

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: জাতীয় ফল মেলা ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারের কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ১২.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০২৯.২৪.৫০; তারিখ: ১৪.০৫.২০২৫খ্রি:।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে জাতীয় ফল মেলা ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের কার্যবিবরণী আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

৩০/৭/২৫

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
ফোন: ৪১০২৫২৫২
ই-মেইল:ec.barc@barc.gov.bd

সংযুক্তিঃ সেমিনারের কার্যবিবরণী ০৪ (চার) পৃষ্ঠা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপসচিব, সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক, কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

'জাতীয় ফল মেলা ২০২৫' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত "খাদ্য, পুষ্টি ও বাণিজ্যিকীকরণে দেশী ফলঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" প্রতিপাদ্য বিষয় শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণীঃ

জাতীয় ফল মেলা ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার **"খাদ্য, পুষ্টি ও বাণিজ্যিকীকরণে দেশী ফলঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা"** শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ক সেমিনার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, মাননীয় উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এবং প্রফেসর ড. মোঃ গোলজারুল আজিজ, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার প্রধানগণ, বিজ্ঞানীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত পাঠের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) কর্তৃক নির্মিত 'খাদ্য, পুষ্টি ও বানিজ্যিকিকরণে দেশী ফলঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' বিষয়ভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে **'খাদ্য, পুষ্টি ও বাণিজ্যিকীকরণে দেশী ফলঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা'** শীর্ষক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান। তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন যে, বাংলাদেশের কৃষিতে দেশী ফলের গুরুত্ব অপরিসীম, এই ফলগুলো শুধু আমাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে না, বরং গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭২ প্রজাতির ফল চাষ হচ্ছে, যাদের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, লিচু, আনারস, আমলকি, তেঁতুল, জাম, বেল, ডালিম, জামরুল, কুল, আমড়া ও লটকন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ফল আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তিনি বলেন যে, দেশি ফলগুলো উচ্চমাত্রার ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ। যেমন, আম ও পেঁপেতে বিদ্যমান বিটা-ক্যারোটিন মানবদেহে ভিটামিন-এ তে রূপান্তরিত হয়ে দৃষ্টিশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পেয়ারা ও আমলকি উচ্চমাত্রার ভিটামিন-সি সরবরাহ করে। তাই দেশি ফলকে প্রাকৃতিক ওষুধও বলা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮,৪০৬ টন ফল রপ্তানি করে ২৯.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। আম, লিচু, পেয়ারা, তেঁতুল ইত্যাদি মূলত যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে আম থেকে জ্যাম, জুস, স্কোয়াশ; কাঁঠাল থেকে চিপস, ক্যানজাত কোয়া; কলা থেকে পাউডার ও চিপস তৈরি করে বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব। ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদপ্রাপ্ত দেশী ফলগুলোর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, মধুপুরের আনারস এবং বরিশালের আমড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই খাতের উন্নয়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যেমন, ১। ফল অত্যন্ত পচনশীল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে প্রায় ৩০-৪০% ক্ষতি হয়; ২। কোল্ড চেইন অবকাঠামো দুর্বল হওয়ায় গুণগত মান রক্ষা করা কঠিন; ৩। দেশে মাত্র ৫% ফল প্রক্রিয়াজাত হয়, যার ফলে মূল্য সংযোজন সুযোগ সীমিত; ৪। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে খরা, লবণাক্ততা ও বন্যা ফলচাষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং ৫। অনেক দেশি ফল বিলুপ্তির পথে, যা আমাদের কৌলি সম্পদের জন্য হুমকি।

প্রবন্ধ উপস্থাপক উল্লেখ করেন যে, দেশি ফলগুলোতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, জলবায়ু সহনশীল ও উচ্চফলনশীল ফলজাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা। দ্বিতীয়ত, উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুসরণ করে ফলের গুণগত মান নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, কোল্ড চেইন অবকাঠামো ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। চতুর্থত, স্থানীয় ফলের জিনগত

বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় উদ্ভিদ জিনব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চমত, ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে ভোক্তা চাহিদা বৃদ্ধি করা।

তিনি আরও বলেন যে, দেশি ফলের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে তা পুষ্টি নিরাপত্তা রক্ষা, কৃষকের আয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি এই তিনটি খাতেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এজন্য একটি সমন্বিত নীতি কাঠামো, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। সরকার, গবেষক, কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশি ফলভিত্তিক একটি লাভজনক ও টেকসই অর্থনৈতিক খাত গড়ে তোলা সম্ভব।

মূল প্রবন্ধের উপর প্রথম আলোচক ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর প্রবন্ধ উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এটি একটি সময়পোযোগী ও প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনা। তিনি বলেন যে, প্রবন্ধটিতে দেশী ফল উৎপাদন থেকে রপ্তানী পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের বৈচিত্র্য জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ফলের ভূমিকা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জিআই স্বীকৃতি এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিষয়ে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ফল বিষয়ে গবেষণা প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সরবরাহ ব্যবস্থা, ভ্যালু চেইন ও অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সর্বোপরি, ফল বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনা, সমস্যা ও তা উত্তোরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও আলোকপাত করেন। তদুপরি, আলোচক বলেন, এই প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন উৎস থেকে নেয়া পরিসংখ্যানে ভিন্নতা রয়েছে যা নিরসনে বিবিএস-এর তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া স্বল্প পরিচিত ও প্রধান ফল এবং জিআই স্বীকৃত ফলের তালিকা হালনাগাদের গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও জাত উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের তথ্য হালনাগাদের গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে ফলের বাণিজ্যিকীকরণে নীতিগত বিষয়, সমস্যা, সুপারিশ ও সম্ভাব্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হালনাগাদকরণে গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন রপ্তানী পণ্য ব্যবস্থাপনায় প্যাক হাউজ স্থাপন, কৃষি পণ্য হ্যান্ডেলিং-এ জিএইচপি অনুসরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকী প্রদান, প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদনে লাইসেন্স প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রচলন, এসএমই এর সাথে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টিসহ কৃষি পণ্য উপজাতের সর্বোত্তম ব্যবহার উপোযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

অপর আলোচক প্রফেসর ড. মোঃ গোলজারুল আজিজ তথ্য নির্ভর চমৎকার প্রবন্ধের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে ফলের নতুন জাত উদ্ভাবন-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে তুলে ধরার জন্য প্রবন্ধ উপস্থাপককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, কৃষি খাতে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর পাশাপাশি ফলচাষের উন্নয়ন ও অবদানের নানা দিকও প্রবন্ধ উপস্থাপনায় গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বছরের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ফলের গুরুত্বকে তুলে ধরে সারা বছর ফল উৎপাদনের পরিকল্পনার উপর জোড় দেন। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সুষ্ঠু বিতরণ, আধুনিক প্যাকেজিং এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাব্য খাত সৃষ্টির দিকগুলো তিনি আলোকপাত করেন। মে থেকে আগস্ট মাসে ফল উৎপাদনের প্রাচুর্যতার পাশাপাশি বছরের অন্যান্য সময়ে দেশীয় ফলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। আলোচক ফল প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একইসাথে তিনি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটি নতুন উইং সৃষ্টি করার বিষয়ে সুপারিশ করেন।

পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ফলের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণসহ ভোক্তা-পর্যায়ে সুলভ মূল্যে বছরব্যাপী প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, তাঁর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বলেন, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং চালিকাশক্তি দেশের অনুকূল জলবায়ু ও উর্বর মাটি দেশীয় ফল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, ফলে বছরব্যাপী বিভিন্ন পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফল উৎপাদিত হচ্ছে। এসব ফল স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও পুষ্টিগুনে অনন্য এবং এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ লবণ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভেষজ উপাদান। দেশীয় ফল শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার ইতিমধ্যে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নীতিগত সহায়তা, গবেষণা, সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকে বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হচ্ছে। এজন্য উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুসরণ, সঠিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, নিরাপদ কীটনাশক ব্যবহার এবং মানসম্মত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। মাঠ থেকে শুরু করে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা জরুরী। কিন্তু দুর্বল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার ফলে দেশে উৎপাদিত ফলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয়, বিশেষ করে আম, কাঁঠাল লিচু, কলা, পেঁপে ও পেয়ারা। এই অপচয় রোধে প্যাকহাউজভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর ভ্যালু চেইন গঠন এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কৃষির রূপান্তরের ফলে ফল আজ কাঁচামাল হিসেবেও বহুমুখী শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন-ফুড গ্রেড রঙ, ইথানল, ভিনেগার, সুগন্ধি, রেডি-টু-ইট খাবার ইত্যাদি। ফলে শুধু ভোক্তাপর্যায়ে নয়, শিল্প খাতেও ফলের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বেড়েছে। মানুষ এখন স্বাস্থ্য সচেতন, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবারের প্রতি আগ্রহী। এ প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি যেমন-স্মার্ট কৃষি, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), সেন্সর, অটোমেশন, রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার ফল উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। এছাড়াও তিনি কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যে বিশেষ করে আম, কাঁঠাল লিচুতে যাতে ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ভারসাম্য রাখতে কৃষক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারনে গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশীয় ফলের চাষ ও ভোক্তা চাহিদা বাড়িয়ে, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ও বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলে, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশ-সব দিক থেকেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। পরিশেষে, সকলে মিলে নিরাপদ, পুষ্টিকর ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ফলের প্রসারে কাজ করার আহ্বান জানান।

অতঃপর সভাপতির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশের কৃষিখাত বিগত বছরগুলোতে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করেছে, তা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত। তিনি বলেন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও জীবপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন জাতের ফল উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফল রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ফলের অবস্থান সুসংহত হচ্ছে। এজন্য বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ করতে বাজার সংযোগ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি জানান, সরকার ইতোমধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং এর বাস্তবায়ন সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। তিনি আরো বলেন যে, আন্তর্জাতিক মানের চর্চা অনুসরণ করতে গিয়ে যেন দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। ফল উৎপাদন মৌসুমে সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা জোরদার করা হলে, একদিকে যেমন দেশীয় চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে, অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনাও বাড়বে। এই প্রেক্ষাপটে, ফল মেলা শুধুমাত্র প্রদর্শন বা প্রচার নয়, বরং ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও, কৃষি পরিকল্পনায় কার্যকর নীতি নির্ধারণের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্যের ব্যবহারকে তিনি অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ফলখাতের ভূমিকা আরও সুসংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের সুপারিশসমূহ ও আলোচকদের মূল্যবান মতামত নিরাপদ, পুষ্টিকর ও রপ্তানিযোগ্য ফল উৎপাদনের জাতীয় প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে। পরিশেষে, তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথিসহ মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপক, আলোচকবৃন্দ, সন্মানিত অতিথিবৃন্দ, সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে **'খাদ্য, পুষ্টি ও বাণিজ্যিকীকরণে দেশী ফলঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা''** সেমিনারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়য়াদি সুপারিশ আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সুপারিশমালাঃ

১. নিরাপদ ফল চাষে উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুসরণ করা।

২. জৈব ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ (যেমন- জৈবসার, জৈব-বালাইনাশক) ব্যবহারে প্রণোদনা এবং ট্যাক্স ছাড় প্রদান।

৩. সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি, কুলচেইন (cool chain) ও কোল্ড স্টোরেজ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

৪. ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও রপ্তানি খাতে সহায়ক নীতি ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

৫. কৃষিপণ্যের সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে SME, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা।

৬. খাদ্য নিরাপদতা ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণ ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ।

৭. নগর কৃষি, এগ্রো-ইকো ট্যুরিজম সম্প্রসারণে ও পরিবেশ সংরক্ষণে পৃথক নীতি প্রণয়ন।

৮. উচ্চফলনশীল, জলবায়ু সহনশীল ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন।

৯. ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা জোরদারকরণ।

১০. চাহিদাভিত্তিক গবেষণার অগ্রাধিকার প্রদান।

১১. জিআই (GI) পণ্যের রেজিস্ট্রেশন উৎসাহিতকরণ ও বাজার উন্নয়ন।

১২. প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষির প্রসারে IoT, AI, অটোমেশনসহ উদ্ভাবনী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১৩. দেশীয় ফলের প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৪. অঞ্চলভিত্তিক ফল চাষ, GAP ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ।

১৫. ফল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ ফল পাকানো প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

১৬. নগর কৃষি, ছাদকৃষি, এগ্রো-ইকো ট্যুরিজম ও ফলজ বৃক্ষ রোপণে সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম জোরদার।

২০/৭/২৫

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.) ও
আহ্বায়ক
সেমিনার উপ-কমিটি 'জাতীয় ফল মেলা ২০২৫'